দৈনিক ইত্তেফাক

৭২

তারিখ ... 10 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

দেড়শত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুইমাস লেখাপড়া বন্ধ

সাতক্ষীরা সংবাদদাতা ॥ অতিরিক্ত বৃষ্টি ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে শ্যামনগর আশাশুনী এবং কালিগঞ্জ থানার অধিকাংশ স্থান পানিতে নিমজ্জিত থাকায় এবং জলাবদ্ধতার দরুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী গত দুই মাস যাবৎ বিদ্যালয়ে যাইতে পারিতেছে না।

গত ১৫ই মে হইতে পর্যায়ক্রমে ২/৩ বার জলোচ্ছ্বাসের ফলে বাঁধ ভাঙ্গিয়া আশাশুনী, শ্যামনগর এবং কালিগঞ্জ থানায় ১৭১টি সরকারী এবং ৬৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে দেড় শতাধিক বিদ্যালয় গত ২ মাস যাবৎ বন্ধ রহিয়াছে। আশাশুনী থানার আশাশুনী এবং শিউলী ইউনিয়নের ও শ্যামনগর থানার বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের বিদ্যালয়গুলিতে এখনও পানি জমিয়া আছে। এইসকল ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঁচ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী আজও বাঁধের উপর বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে এবং অপরের বাড়ীতে মানবেতর জীবনযাপন করিতেছে,। বিদ্যালয়গুলি পানিতে নিমজ্জিত থাকায় এবং রাস্তাঘাট না থাকায় বিদ্যালয়গুলি বন্ধ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া যেসকল বিদ্যালয় উঁচু জমিতে অবস্থিত অতিরিক্ত বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা এবং জলোচ্ছ্বাসের ফলে যেসকল গ্রাম তলাইয়া যায় সেখানকার বাসিন্দারা এইসকল বিদ্যালয় গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করায় বিদ্যায়লয়ের কার্যক্রম। বন্ধ রহিয়াছে।

ইছামতির ভাঙ্গনে ৫টি ইউনিয়নের ব্যাপক ক্ষতি

নবাবগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ ইছামতি নদীর ভাঙ্গনে নবাবগঞ্জ থানায় ব্যাপক ক্ষতি হইতেছে। এই নদীর ভাঙ্গনে বক্সনগর রাস্তার একাংশ বিলীন হইয়াছে। বর্তমানে সড়ক ও জনপথ বিভাগের এই রাস্তায় জীবনের ঝুঁকি নিয়া যাত্রীবাহী বাস-মিনিবাস যাতায়াত অব্যাহত রাখিয়াছে। প্রতিদিনই নদীতে রাস্তার অংশ ধসিয়া পড়িতেছে। নদীর ভাঙ্গনে শিকারী পাড়া বাজার, পাঞ্জীপ্রহরী, সুতালরি, শুভরিয়া, বাহা, কোমরগঞ্জ

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

দেড়শত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

(৩য় পৃঃ পর)

মরিচা এলাকার বহু ঘরবাড়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গাছপালা বিলীন হইতেছে। নদীর ভাঙ্গনে সাপের-চর বাজারটিও ক্ষতি হইয়াছে। বক্সনগর-কলাকোপা সহকয়েকটি লঞ্চ ঘাট ভাঙ্গনে বিপন্ন হইয়াছে। এ ছাড়া পদ্মা নদীর ভাঙ্গনে দোহার ও হরিরামপুর থানার ৫টি ইউনিয়নের ফসলী জমিসহ ঘরবাড়ীর ক্ষতি হইয়াছে।